দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

14

১৭

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর একযুগ

শিশুরা জাতির সম্পদ। জাতির ভবিষ্যৎ সফলতা নির্ভর করে শিশুদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশের ওপর। সে জন্য শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও মানসিক উন্নতির বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিশুর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন—তাদের ঘুমন্ত 'সত্তাকে জাগিয়ে তোলা। শিশুদের মনে বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তাদের সৎ, কর্মঠ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কার্যসূচী শুরু হয় ১৯৭৭ সালে। মহান শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে শুরু হয় একাডেমীর যাত্রা। শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, বিশ্ব শিশু দিবস, বিজয় দিবস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিন উদযাপন ছাড়াও বাৎসরিক কয়েকটি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। শিশু আনন্দমেলা, জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, শিশুদের মওসুমী প্রতিযোগিতা, অগ্রণী ব্যাংক শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

আনন্দমেলা শিশুদের দ্বারা, শিশুদের জন্য এবং শিশুদের পরিচালনায় প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আনন্দমেলায় শিশুরা হাতে আঁকা ছবি ও দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনী, সংগৃহীত দ্রব্য ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়ে থাকে, শিশুদের পরিচালনায় শিশু হাসপাতাল তৈরি হয়। সেখানে শিশুরা ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া প্রতিদিন মুক্তাঙ্গন মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। আনন্দ মেলায় প্রধানত শিশু সংস্থা ও সংগঠনের শিশুরা অংশ নিয়ে থাকে। আনন্দ মেলায় শুধু যে বাংলাদেশী শিশুদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরা হয় তাই নয়, বিভিন্ন দেশের শিশু প্রতিভার সাথেও আমাদের শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

বিশ্বের সামনে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রতিভাকে তুলে ধরা এবং বিশ্বের শিশুদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে শিশু সাংস্কৃতিক দল প্রেরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ে শিশুদল জাপান, বুলগেরিয়া (চারবার বুলগেরিয়া সফর করে) ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, চীন, উত্তর কোরিয়া, লন্ডন, মরক্কো ও তুরস্কে (দুইবার তুরস্ক সফর করে) শিশুদল প্রেরণ করা হয়। আমাদের দেশের শিশুরা চমৎকার অনুষ্ঠান ও উপস্থাপনার মাধ্যমে ঐ সমস্ত দেশের শিশু ও জনগণের প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে এই দলের অবস্থানের সময় স্থানীয় পত্রিকা ও সাময়িকীতে বাংলাদেশী শিশু সাংস্কৃতিক দল সম্পর্কে বিশেষ নিবন্ধ ও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আমাদের শিশুদের প্রতিভা ও দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়।

১৯৭৯ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শিশু সংগীত প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রেরিত জনাব কাজী আবদুল হালিম রচিত "এসো বিশ্বের শিশু এসো" সংগীতটি ঐ প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। গানটি ইউনিসেফ বিশ্বের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করে।

১৯৮৬ সালে ইটালিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশু সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একাডেমীর প্রশিক্ষণ ক্লাসের শিশু অরিণ হক প্রথম পুরস্কার লাভ করে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিবৎসর শিশুদের জন্য জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এই প্রতিযোগিতা ৭০টি বিষয়ে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত মোট ২০৫১টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বর্ষাকালে শিশুদের জন্য মওসুমী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট তিনটি বিষয়ে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ছয় বৎসরে মোট ৯৯টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সটি অবৈতনিক এবং দুঃস্থ শিশুসহ সমাজের সকল স্তরের শিশুরা এই কোর্সে সমান শিক্ষা লাভ করে থাকে। নৃত্য, সংগীত, গিটার, তবলা, একরডিয়ান, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, অভিনয় ও ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। একাডেমীর ২০টি জেলা শাখাতেও এই কোর্স রয়েছে।

১৯৮১ সাল থেকে শুরু হয় অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ও শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা, এ পর্যন্ত ৩০টি বই অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছে। মোট ৭টি বিভাগে বিভক্ত করে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে (১) কবিতা, ছড়া ও গান, (২) নাটক, (৩) গল্প, উপন্যাস ও রূপকথা, (৪) বিজ্ঞান, (৫) ভ্রমণ কাহিনী, অনুবাদ, জীবনী ও অন্যান্য, (৬) স্বাস্থ্য, (৭) শিশু পুস্তক ইলাস্ট্রেশন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী নিয়মিত 'শিশু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ও বিভিন্ন শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে, এ পর্যন্ত ১৩৩টি শিশু পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও ১৫৭টি গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা ও জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারের ভূষিত হয়ে মোট ২৯টি পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়া একটি জ্ঞানকোষ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রকাশিত শিশু পুস্তককে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিশু পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে শ্রীলংকা, নেপাল, জাপান, চীন, লন্ডন, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় পুস্তক প্রদর্শনীর কার্যসূচী রয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুদের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ করে থাকে। এ পর্যন্ত ৯০টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং দুইটি নির্মাণাধীন আছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরা যাতে ছবিগুলি দেখার সুযোগ পায় সেজন্য একাডেমী নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। একাডেমীর 'ডান পিটে ছেলে' চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

একাডেমীতে শিশুদের জন্য একটি অডিটোরিয়াম, একটি লাইব্রেরী ও একটি যাদুঘর রয়েছে। লাইব্রেরীতে প্রতি সপ্তাহে শিশুদের জন্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিয়মিত শিশুরা লাইব্রেরীতে পড়তে আসে। প্রায় পনর হাজার বই লাইব্রেরীতে রয়েছে। নির্মাণাধীন যাদুঘরে মডেলের সাহায্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই যাদুঘরে বিশেষ দূতাবাস স্ব স্ব দেশকে পরিচিত করার জন্য শো-কেস সাজাচ্ছে। অডিটোরিয়ামটি নিয়মিত ভাড়া দেয়া হয়ে থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামটি শিশু সংস্থাগুলোকে এক তৃতীয়াংশ ভাড়ায় প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। একাডেমী থেকে শিশুদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতায় প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৬৮৯টি পুরস্কার বাংলাদেশের

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

(৬-এর কঃ পর)

শিশু লাভ করেছে।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী জিয়াউর রহমান আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিশ্বের ২৪টি দেশ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনটি গ্রুপে মোট ৭৫টি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আগামীতে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক চিত্রাংকন প্রদর্শনীর এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ২০টি জেলা শাখা স্থাপন করে। শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আনন্দমেলা, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা, শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, মৌসুমী প্রতিযোগিতা লাইব্রেরীতে সাপ্তাহিক সাহিত্যের আসর, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদি জেলা শাখার প্রধান কার্যক্রম।

সরকার কর্তৃক শিশুদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কার্যসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে কার্যসূচী পরিচালনা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কার্যসূচী হাতে নিয়েছে। শিশুদের শিক্ষা-সফর ও শিশুদের চিকিৎসা কার্যসূচীর অন্যতম।

বিগত বৎসরগুলোতে নিয়মিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ৮০(আশি) লক্ষের উপর শিশুকে একাডেমীর কার্যসূচীর সঙ্গে জড়িত করেছে। ভবিষ্যতে শিশু একাডেমী আরও অধিক সংখ্যক শিশু সুযোগ সৃষ্টি করবে নিঃসন্দেহে।

—সৈয়দা হফসা বেগম

—পিআইডি ফিচার